

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়
নির্নে টাইমসের প্রতিবেদন,
সম্পর্কে শিক্ষাবিদদের মত

শিক্ষার্থীরা শোষিত হয়

নিজস্ব প্রতিবেদক •

বাংলাদেশের বেসরকারি উচ্চশিক্ষা
নির্নে গবেষক ম্যাট হুসেইনের
গবেষণায় যে অরাজক, অনিয়ন্ত্রিত
এবং শোষণমূলক পরিস্থিতি উঠে
এসেছে, তার সঙ্গে একমত ও
আংশিক একমত পোষণ করেছেন
শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম
চৌধুরী ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি
কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান
অধ্যাপক আবদুল মান্নান।

গতকাল বৃহস্পতিবার প্রথম
আলোর পক্ষ থেকে গবেষণার
বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন,
বাংলাদেশের বেসরকারি
বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনিয়ন্ত্রিত তো
বটেই। কারণ, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়
বাদে বাকিগুলো ব্যবসায়িক নীতিতে
চলে। ব্যবসায় যেমন শোষণ হয়,
তেমনি এখানেও হয়। এতে
শিক্ষার্থীরা শোষিত হয়। এটা

এরপর পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

শোষিত হয়

শেষ পৃষ্ঠার পর

অন্যায়। এই প্রবীণ শিক্ষাবিদ বলেন,
আর অরাজকতাও হচ্ছে।
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই শিক্ষার্থীদের
ডিগ্রি দিচ্ছে, যা বাইরে থেকে
যাচাইয়ের ব্যবস্থা নেই। এ ছাড়া

এগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণার
সঙ্গেও মিল নেই। ঠিকমতো গবেষণা
হয় না। মান ভালো না। এখানে
বাণিজ্যিকভাবে যা প্রয়োজন সেই
বিষয়গুলোই বেশি পড়ানো হয়।
মানবিক, সামাজিক বিজ্ঞান ও
বিজ্ঞানের বিষয়গুলো সেভাবে পড়ানো
হয় না। আর অনিয়ন্ত্রিত— এটাও
ঠিক। কারণ, এতগুলো বিশ্ববিদ্যালয়
ইউজিসি ভালোভাবে দেখতেও পারে
না।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে
ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক
আবদুল মান্নান বলেন,
উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বেসরকারি
বিশ্ববিদ্যালয়ের মান যে কাল্পনিক নয়,
তা গবেষণা করে বলার প্রয়োজন
নেই। ইউজিসির বার্ষিক প্রতিবেদনেও
তা বলা হয়েছে। কিন্তু ঢালাওভাবে
সব খারাপ, তা বলা যাবে না। কারণ,
কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের
শিক্ষার মান ভালো, যা আন্তর্জাতিক
পর্যায়েও গ্রহণযোগ্য ও দেশের অন্য
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়েও কম
নয়। তিনিও মনে করেন, কিছু কিছু
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ
বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান
হিসেবে দেখে।

জানতে চাইলে বেসরকারি
বিশ্ববিদ্যালয় মালিকদের সংগঠন
বাংলাদেশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়
সমিতির সভাপতি শেখ কবীর
হোসেন বলেন, গবেষণা প্রতিবেদনটি
দেখে তিনি এ বিষয়ে কথা বলবেন।
তবে তিনি মনে করেন,
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্রটি-
বিচ্যুতিগুলো প্রকাশ হওয়া উচিত।
হলে তারা শোধরানোর সুযোগ
পাবে।